কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ছাত্রকে টয়লেটে আটকে রাখার অভিযোগ

বাঙলা কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ, দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজে শিক্ষকের বিরুদ্ধে এক ছাত্রকে টয়লেটে আটকে রাখার অভিযোগে গতকাল বুধবার দুপুরে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। প্রায় তিন ঘণ্টা গাবতলী-মিরপুর সড়ক অবরোধের ফলে এলাকায় প্রচণ্ড যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে বাঙলা কলেজের কয়েক শ শিক্ষার্থী দারুস সালাম রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। ছাত্ররা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ইমাম হোসেনের অপসারণ দাবি করে স্লোগান দিতে থাকে। রাস্তা অবরোধের ফলে মিরপুর থেকে গাবতলী ও শ্যামলীর দিকে রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে দুর্ভোগে পড়ে এলাকাবাসী ও যাত্রীরা। ওই ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে কলেজ শাখার ছাত্রলীগের কর্মীরাও যোগ দেয়। তারাও বিক্ষোভ করতে থাকে। তবে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বিকেল ৩টার দিকে পুলিশ ও কলেজ কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে ছাত্ররা রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়।

বাঙলা কলেজের ছাত্র রায়হান সাংবাদিকদের বলেন, 'একাদশ শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র নাহিদ হাসানকে রবিবার কলেজের টয়লেটে আটকে রাখা হয়। এ কারণে সে ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। গতকাল বিষয়টি আমাদের নজরে আসার পর আমরা বিক্ষোভ করেছি। এর পেছনে কলেজের অধ্যক্ষসহ আরো কয়েকজন জড়িত। তাঁদের অপসারণ করে আইনের আওতায় আনতে হবে।'

বাঙলা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সোলাইমান হোসেন জীবন সাংবাদিকদের বলেন, অধ্যক্ষের অপসারণ না করা হলে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী কর্মসূচি নেওয়া হবে।

কলেজের প্রিন্সিপাল ইমাম হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, 'একাদশ শ্রেণির একটি ষাণ্মাসিক পরীক্ষার সময় হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষকের সঙ্গে ওই ছেলেটির ঝামেলা হয়। এর জের ধরে ওই ছাত্রকে বাথরুমে আটকে রাখার খবর আমরা পেয়েছি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিষয়টি জোরালোভাবে তদন্ত করা হচ্ছে।' তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এ ঘটনায় আমি কিছুই জানি না। কিন্তু রহস্যজনকভাবে আমার অপসারণ চাচ্ছে ওরা। এতে বিষয়টি আরো রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে।'

মিরপুর ডিভিশনের উপপুলিশ কমিশনার মাসুদ আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। যেকোনো পরিস্থিতি এড়াতে কলেজের চারপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।